গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-৩(১৫) শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/৯৮(অংশ-১)/৪০-৫৩ তারিখঃ ০৭/০১/২০০১ ইং

"অফিস আদেশ"

বিষয় ঃ শতভাগ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল গ্রীন চ্যানেল পদ্ধতিতে খালাস প্রসঙ্গে।

জাতীয় অর্থনীতিতে শতভাগ রপ্তানিমূখী পোশাক শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা এবং স্বচ্ছ ও সুনামধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত খাতের নিম্নোক্ত শ্রেনীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্পেশাল বন্ড লাইসেন্স এর আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল বর্ণিত শর্ত ও ব্যবস্থায় গ্রীন চ্যানেল পদ্ধতিতে শুল্ক খালাস প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রীণ চ্যানেল পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ ও ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নের অনুচ্ছেদ ০২ ও অনুচ্ছেদ ০৩ এ ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই পদ্ধতিতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত শতকরা দশ ভাগ (১০%) পণ্য চালান ব্যতীত গ্রীণ চ্যানেল পদ্ধতিতে আমদানিকৃত কাঁচামালের বন্দরে শুল্ক খালাসপূর্ব কোন কায়িক পরীক্ষা করা হবে না।

০২। গ্রীন চ্যানেল ব্যবহারযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তা নির্ধারণ পদ্ধতিঃ যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রীন চ্যানেল পদ্ধতিতে কাঁচামাল শুল্ক খালাস করতে পারবে, তা হচ্ছে-

(ক) বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যে সব পোশাক শিল্পের মূল মালিকানায় সর্বমোট ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) এর বেশী পরিবর্তন হয় নাই।

(খ) যে সব পোশাক শিল্পের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ/অনিয়ম/দাবীনামা নাই এবং নিয়মিত অডিট ও পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত ও স্বাভাবিক আছে।

(গ) উপরের (ক) ও (খ) বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজিএমইএ এতদসঙ্গে সংযুক্ত ছকে (কপি সংযুক্ত) তালিকা প্রণয়ন করে তা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন। এর অনুলিপি সদস্য (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকেও দিবেন। তালিকা প্রাপ্তির পনের (১৫) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ/অনিয়ম/দাবীনামা/২০২ ধারা প্রয়োগ আছে কি-না এবং নিয়মিত প্রতি বছর ৩০ শে জুনের মধ্যে বার্ষিক অডিট ও পরিদর্শন করা হয়েছে কি-না, আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক কি-না ইত্যাদি ন্যূনপক্ষে অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম কমিশনার পর্যন্ত নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনবোধে বিজিএমইএ এর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে কমিশনারের স্বাক্ষরে আমদানি শুল্ক স্টেশনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট বাহক মারফত/গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস ডাকে প্রেরণ করবেন। এর অনুলিপি বোর্ডের সদস্য (শুল্ক),-কে দিবেন।

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত চালানে ঘোষণার সাথে ২% (শতকরা দুই ভাগ) বেশী গড়মিল তিন বারের বেশী পাওয়া গেলে সে প্রতিষ্ঠানের গ্রীন চ্যানেল সুবিধা বাতিল করা হবে। এ লক্ষ্যে আমদানি শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বার প্রাপ্ত অনিয়ম/গড়মিল এর বিবরণ দিয়ে- তা বাহক মারফত/গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস ডাকে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ, বিজিএমইএ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অন্যান্য শুল্ক স্টেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের সংশ্লিষ্ট নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। এভাবে তিন বারের বেশী প্রাপ্ত অনিয়মের ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অথবা আমদানিকৃত চালান খালাসকারী শুল্ক কর্তৃপক্ষ উপ-অনুচ্ছেদ (গ)-তে বর্ণিত তালিকা হতে খেলাপী প্রতিষ্ঠানটিকে বাদ দিবেন এবং উপরের অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে বর্ণিত পদ্ধতিতে অবহিত করবেন।

(ঙ) উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) এর বিধানের কারণে উপ-অনুচ্ছেদ (গ)-তে বর্ণিত তালিকা হালনাগাদ রাখার উদ্দেশ্যে এ আদেশে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ করে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকা প্রতি ছয় মাস পর যাচাই-বাছাই করতঃ উপরের একই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

০৩। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রীন চ্যানেল প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ অনুচ্ছেদ ০২ এর উপ- অনুচ্ছেদ (ঘ)-এর বিধানসাপেক্ষে উপ-অনুচ্ছেদ (গ) ও (ঙ)-তে বর্ণিত চূড়ান্ত তালিকা 'সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন দাবীনামা, অভিযোগ, অনিয়ম নেই'-মর্মে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র (Credibility Report) হিসেবে বিবেচিত হবে। অতএব এ তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত কাঁচামাল নিম্নোক্ত শর্তে গ্রীন চ্যানেল পদ্ধতিতে শুল্ক খালাস দিতে হবে ঃ

(ক) গ্রীন চ্যানেল পদ্ধতিতে খালাসতব্য পণ্য চালানের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে শতকরা দশ ভাগ (১০%) পণ্য চালান নির্বাচন করে তা কায়িক পরীক্ষা করে ঘোষণা মোতাবেক পাওয়া সাপেক্ষে খালাস দেয়া হবে। দৈবচয়নের ভিত্তি ও দৈবচয়ন প্রক্রিয়াকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার নির্ধারণ করবেন। তবে দৈবচয়নের ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃতি, আমদানি-রপ্তানি দলিলাদির গুণাগুণ (Merit), লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হতে সংযুক্ত ছকে প্রাপ্ত তালিকায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বর্ণিত আমদানি-রপ্তানি ও অন্যান্য তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদিও বিবেচনা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে দৈবচয়নের প্রক্রিয়াকারী কর্মকর্তা যথাযথ রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। কমিশনার মাঝে মাঝে সে রেজিস্টার পরীক্ষা করে তাতে অনুস্বাক্ষর করবেন।

(খ) তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আমদানিকৃত পণ্য চালান স্বাভাবিক পদ্ধতিতে শুল্কায়নের পর শতকরা দশ ভাগ (১০%) পণ্য চালান দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচন করে কায়িক পরীক্ষা করা হবে। কায়িক পরীক্ষার আওতায় না পড়লে চালানটি শুল্ক কর্তৃপক্ষের কায়িক পরীক্ষা ব্যতিরেকে খালাস দেয়া হবে। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট তথ্য/অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমতির ভিত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (ক)-তে বর্ণিত ১০% এর অতিরিক্ত যে কোন পণ্য চালান বন্দরে অথবা বন্ডারের ফ্যাক্টরী অঙ্গনে কায়িক পরীক্ষা করা যাবে।

(গ) দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত পণ্য চালান কায়িক পরীক্ষাকালে শতকরা দু ভাগ (২%) পর্যন্ত বেশী গড়মিল সংশ্লিষ্ট পাশবইয়ে এন্ট্রি সাপেক্ষে, শতকরা দুভাগ (২%) এর অধিক গড়মিলের ক্ষেত্রে (তিন বার পর্যন্ত) অতিরিক্ত প্রাপ্য পণ্যের উপর প্রদেয় শুল্ক ও করাদি আদায় করা ছাড়াও কাস্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ সনের ধারা ৩২ লংঘনের অভিযোগে ধারা ১৫৬(১) এর বিধান মতে আমদানিকারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) দৈবচয়নের ভিত্তিতে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত পণ্য চালান এফসিএল (Full Container Load) কন্টেইনার হলে এবং আমদানিকারক সেটি কায়িক পরীক্ষার পূর্বে তার ফ্যাক্টরী এলাকায় নিয়ে সেখানে পরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে তাকে সে অনুমতি দেয়া হবে। এ কন্টেইনার বন্দর হতে খালাসের পর ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত সীলমোহর ভাংগা/খোলা যাবে না। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ সেখানে গিয়ে কায়িক পরীক্ষা না করলে কন্টেইনার হতে মালামাল খালাস করা যাবে। সেক্ষেত্রে যে কর্মকর্তার গাফলতির জন্য চালানটি পরীক্ষা করা যায় নাই তার বিরুদ্ধে কর্তব্য কর্মে অবহেলার দায়ে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যদিকে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয় নাই ও এফসিএল কন্টেইনারে আমদানিকৃত এমন পণ্য চালান বন্দরে খালাস না নিয়ে গ্রীন চ্যানেল ব্যবহারকারী আমদানিকারক কন্টেইনারটি তাঁর ফ্যাক্টরী এলাকায় নিয়ে পণ্য খালাস করতে চাইলে তাঁকে নিম্নোক্ত শর্তে সে অনুমতি দেয়া হবেঃ

(র) বিজিএমইএ কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যয়নকৃত খ্যাতনামা ক্রেতাদের ঋণপত্রের বিপরীতে এসব পণ্য চালান আমদানি হতে হবে।

(র র) শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা ঘোষণা সংক্রান্ত তথ্য/অভিযোগ থাকলে তা পরীক্ষা/যাচাইয়ের লক্ষ্যে কন্টেইনারটি বন্দর হতে খালাসের পর ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত সীলমোহর ভাংগা/খোলা এবং পণ্য খালাস করা যাবে না। এ ৪৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে কায়িক পরীক্ষার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন শুল্ক কর্মকর্তা উপস্থিত না হলে উক্ত সময়ের পর কন্টেইনারটি ভাংগা/খোলা এবং পণ্য খালাস করা যাবে। এ লক্ষ্যে বর্ণিত মর্মে আমদানিকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট একটি অংগীকারনামা দাখিল করবেন।

০৪। উপরিউক্ত পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক শুল্ক স্টেশন প্রয়োজনীয় রেজিস্টার তৈরী করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড করবেন। পদ্ধতির বাস্তবায়ন অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্ম-কমিশনার পদমর্যাদার কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ মুজিবুর রহমান)

দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক-রপ্তানি ও বন্ড)

গ্রীণ চ্যানেল পদ্ধতির সুবিধালাভের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রে সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাইকৃত বিবরণী (অনুচ্ছেদ ২(গ) দ্রষ্টব্য):

ক্রমিক নং	পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	বন্ড লাইসেন্স নাম্বার	মূল মালিকানা ২৫% এর বেশী পরিবর্তন		অভিযোগ / অনিয়মের বিবরণ (যদি থাকে)	দাবীনামা সংক্রান্ত তথ্য	অডিট বা বার্ষিক পরীক্ষণের অবস্থা	মন্তব্য
			হ্যাঁ	না				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)